অসুস্থতার উপকারীতা

13-August-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো, আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, নম্বর ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✻ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!, اُذْكُرُ اللّٰه!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✻ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং

ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✻ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✻ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✻ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানে বিষয় হলো **"অসুস্থতার উপকারীতা"**। যাতে আমরা অসুস্থতার ফযীলত, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঘটনাবলী এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শুনবো। আহ! যেনো আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থতা হলো রহমত

হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনের প্রতি আশ্চার্য হয় যে, তারা অসুস্থতায় ভয় পায়, যদি তারা জানতো যে, অসুস্থতায় তাদের জন্য কি রয়েছে? তবে সারা জীবন অসুস্থ থাকাকেই পছন্দ করতো। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মাথা আকাশের দিকে উঠালেন এবং মুচকী হাসতে লাগলেন। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে কেন মুচকি হাসলেন? ইরশাদ করলেন: দু'জন ফিরিশতার প্রতি আশ্চার্য হই যে, তারা উভয়ে একজন বান্দাকে একটি মসজিদে খুঁজছে, যেখানেসে নামায পড়তো, যখন তারা তাকে পেলো না তখন ফিরে চলে গেলো এবং আরয করলো: **হে দয়ালূ রব!** আমরা তোমার অমুক বান্দার দিন ও রাতে করা আমল লিপিবদ্ধ করতাম, অতঃপর আমরা দেখলাম যে, তুমি তাকে পরীক্ষায় লিপ্ত করে দিয়েছো। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দা দিন ও রাতে যে আমল করতো, তার জন্য সেই আমলগুলো লিপিবদ্ধ করো এবং তার

প্রতিদানে কম করোনা, যতক্ষণ সে আমার পক্ষ থেকে পরীক্ষায় লিপ্ত থাকবে, তার সাওয়াব আমার দয়াময় দায়িত্বে থাকবে এবং যে আমল সে করতো, তার জন্যসে সাওয়াবও পাবে। (মু'জামু আওসাত, ২/১১, হাদীস ২৩১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারলাম:

(১) প্রথম বিষয়টি হলো; কথা বলার সময় মুচকী হাসা সুন্নাত। (মাকারিমুল আখলাক, ৩১৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ২১) মুচকী হেসে সাক্ষাত করা, মুচকী হেসে কাউকে বুঝানো সাধারনত নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজকে খুবই সহজ করে দেয় এবং আশ্চার্য জনক প্রতিফল লাভের উপায়। আমাদের সামান্য মুচকী হাসি কারো মন জিতে নিয়ে তার গুনাহে ভরা জীবনে পরিবর্তন সাধিত করে দিতে পারে। সুতরাং সুন্নাতের নিয়্যতে মুচকী হেসে সাক্ষাত করা এবং কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিৎ এবং এর উপকারীতা (Benefits) আপনি খোলা চোখেই দেখবেন।

(২) দ্বিতীয় বিষয়টি হলো; রোগীর উচিৎ যে, সে অস্থায়ী কষ্টের কারণে নিজের অসুস্থতাকে কখনোই যেনো অপছন্দ না করে, অসস্থতাকে খারাপ না বলে বরং একে **আল্লাহ পাকের** একটি মহান নেয়ামত মনে করে এবং এই নেয়ামতের কারণে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, এই কারণেই যে, অসুস্থতার কারণে রোগীর (Patient) এমন এমন বরকত অর্জিত হয় এবং উপকারীতা নসীব হয় যে, যদি রোগী এসম্পর্কে জানতো তবে অসুস্থ থাকাকেই পছন্দ করতো।

অসুস্থতা অনেক বড় নেয়ামত

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অসুস্থতা একটি অনেক বড় নেয়ামত, এর উপকারীতা অনেক বেশি। প্রকাশ্যভাবে যদিও অসুস্থ ব্যক্তির অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে প্রশান্তি ও কল্যাণের বড় ভান্ডার অর্জিত হয়। এই প্রকাশ্য অসুস্থতা প্রকৃত পক্ষে তা (শারিরীক অসুস্থতা) আত্মার অসুস্থতার এক মহান মজবুত চিকিৎসা। প্রকৃত রোগ

হলো আত্মার অসুস্থতা (উদাহরণ স্বরূপ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, অন্তরের কঠোরতা ইত্যাদি) এগুলো নিঃসন্দেহে খুব মারাত্মক বিষয় আর এগুলোকেই ধ্বংসাত্মক রোগ মনে করা উচিত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৯৯)

(৩) তৃতীয় বিষয়টি হলো; রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মতো মানব নয়, ফিরিশতাদের দেখা তো দূরের বিষয় আমাদের তো নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা মানুষ বা বড় কোন জিনিষও দেখতে কষ্ট পোহাতে হয়, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির প্রতি, যা শুধু লুকায়িত নূরী মাখলুক (সৃষ্টি) অর্থাৎ ফিরিশতাদের দেখে নিলো বরং তাঁরা কোন উদ্দেশ্যে, কোন স্থানে এবং কাকে খুঁজতে এসেছিলো, নামাযী কোন কারণে ইবাদত করতে অপারগ হলো, ফিরিশতারা ফিরে গিয়ে **আল্লাহ পাকে**র নিকট কি আরয করলো এবং **আল্লাহ পাক** সেই অসুস্থ রোগী সম্পর্কে কি আদেশ ইরশাদ করলেন, এই সকল বিষয়ও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখে নিলেন।

মুস্তফার দৃষ্টির শান ও মহত্ব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির শান ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রত্যেক উম্মত এবং তাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি অন্ধকার, আলোকিত, প্রকাশ্য, গোপন, বিদ্যমান ও শেষ হয়ে যাওয়া সকল জিনিষই দেখে নেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৩৯)

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পুস্তিকা **"কালো গোলাম"** এর ১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর দয়ালু রবে**র দানক্রমে আপন গোলামদের বয়স সম্পর্কেও অবহিত এবং তাদের সাথে যা কিছু হওয়ার, তাও জানেন। কোরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে মুবারাকায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **ইলমে গাইবে**র (অদৃশ্যের সংবাদ জানা) এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩০তম পারা সূরা তাকভীরের ২৪নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾
(পারা ৩০, সূরা তাকভীর, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।

২৯তম পারা সূরা জ্বিন এর ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ
(পারা ২৯, সূরা জ্বিন, আয়াত ২৬, ২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না- আপন মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত।

অনুরূপভাবে ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের **১৭৯**নং আয়াতে **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪
(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ**র শান এ নয় যে, (হে সর্বসাধারণ!) তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন, তবে **আল্লাহ** নির্বাচিত করে নেন তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান।

হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আমার **দয়ালু প্রতিপালক**কে দেখেছি, **তিনি তাঁর** মুবারক হাত আমার কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, আমার অন্তরের এর শীতলতা অনুভব হলো, তখন সকল কিছু আমার সামনে আলোকিত হয়ে গেলো এবং আমি সবকিছু চিনে নিলাম।
(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়ামান সূরাতু ছদ, ৫/১৬০, হাদীস ৩২৪৬)

(৪) চতুর্থ বিষয়টি হলো; অসুস্থতার কারণে যদি রোগী সেই নেক আমল করতে না পারে, যা সে সুস্থ্য অবস্থায় করতো, তবে **আল্লাহ পাক তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে তাকে সেই আমলগুলোরও সাওয়াব দান করে দিবেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা সুস্থ্য অবস্থায়ও নিজেকে নেকীর অভ্যস্থ বানানো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি সুন্নাত ও নফল সমূহও আদায় করা, ফরয ও ওয়াজিব এবং সুন্নাতের উপর আমল করা, ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোয়াও রাখা, অধিকহারে

কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, কোরআনে করীমের আহকামের উপর আমল করা, যিকির ও দরূদ দ্বারা নিজের জিহ্বাকে সিক্ত রাখা, সদকা ও খয়রাত করাতে নিজের অভ্যাসে পরিনত করা, ইসলামী বোনের কল্যাণ কামনায় অগ্রগামী থাকা, পিতামাতার খেদমত করা, **আল্লাহ পাক** এবং ইসলামী বোনের হক সমূহ পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা, শুধুমাত্র হালাল রুজি উপার্জন করা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা এবং শিক্ষা দেয়া, মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়ন করতে থাকা, দিনের অধিকাংশ সময় অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে নিরবতা অবলম্বন করা এবং অযু অবস্থায় থাকা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা, যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজে লিপ্ত থাকা, সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহন করা। اِنْ شَآءَ الله **আল্লাহ পাকের** দয়ায় অসুস্থতা অবস্থায়ও আমাদের নেকী মিটার চালু থাকবে এবং গুনাহ থেকে আমরা নিরাপদ থাকবো।

(৫) পঞ্চম বিষয়টি হলো; প্রত্যেক অসুস্থতায় নামায ও রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি নেই।

(৬) ষষ্ট বিষয়টি হলো; আমাদের এখানে অনেক সময় সামান্য অসুস্থায়ও বসে নামায পড়া শুরু দেয়, প্রত্যেক রোগের কারণে ফরয ও ওয়াজিব নামায এবং ফজরের সুন্নত বসে পড়ার অনুমতিও নেই। এর বিস্তারিত মাসআলা জানার জন্য **"বাহারে শরীয়ত"** এবং **"চেয়ারে বসে নামায পড়ার আহকাম"** পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদের অনেক বেশি ভালবাসেন। শান্তি ও সহজতা, দুঃখ ও কষ্ট, রোগ, গুনাহের ক্ষমা এবং তাওবার তৌফিক পাওয়া সবই **তাঁর** দয়ার কারিশমা। দুনিয়ায় যদি কেউ অপরাধ করে তবে অপরাধী এর জন্য শাস্তি পায়, মামলা চালানো হয়, জেলখানায় পাঠানো হয়, রিমান্ড নেয়া হয়, অপরাধ গুরুতর হলে তবে আপিল বাতিল করে তার মৃত্যুর রেড ওয়ারেন্ট জারি করা দেয়া হয়, কিন্তু **আল্লাহ পাক** এবং **আল্লাহ পাক** এবং বান্দার ব্যাপারটি ভিন্ন, **তাঁর** বান্দা দিনরাত গুনাহের সাগরে ডুবে থাকে, কিন্তু এরপরও **তাঁর** নেয়ামত

দিনরাত তাকে উপকৃত করেই চলছে, **তিনি** সূর্যের আলো, চাঁদ তারার উজ্জলতা এবং বাতাস তার জন্য আটকে দেন না বরং মুবারক দিন, মুবারক রাত এবং অসংখ্য নেয়ামত দান করে, কষ্টে লিপ্ত করে ও অসুস্থতার মতো নেয়ামত ও রহমত দান করে তাকে গুনাহের রোগ থেকে শিফা এবং মাগফিরাতের ভিক্ষা প্রদান করেন।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী শ্রবণ করি যে, যখন কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তার কি কি বরকত নসীব হয়।

(১) ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** যাকে কোন শারীরিক রোগে লিপ্ত করেন তখন সেই রোগ তার জন্য মাগফিরাতের উপলক্ষ্য হয়। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ৪৭/২৬০)**

(২) ইরশাদ করেন: যখন মুমিন অসুস্থ হয়, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেন, যেনো চুল্লী লোহার মরীচাকে পরিস্কার করে দেয়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৪৬, হাদীস ৪২)**

(৩) ইরশাদ করেন: রোগীর গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেমন গাছের পাতা ঝরে থাকে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৪৮, হাদীস ৫৬)**

(৪) ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "মুখাপেক্ষীতা হলো আমার বন্দিশালা আর অসুস্থতা হলো আমার শিখল এবং সৃষ্টির মধ্যে যাকে পছন্দ করবো, তাকে এগুলো দ্বারা বেঁধে রাখি।" **(কু'তুল কুলুব, ২/৩৮)**

(৫) ইরশাদ করেন: যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়ে যায়, তখন **আল্লাহ পাক** তার নিকট দু'জন ফিরিশতা প্রেরণ করেন যে, গিয়ে দেখো! আমার বান্দা কি বলে। রোগী যদি **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে (যেমন; اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে) তবে ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকের** দরবারে গিয়ে তার উক্তিটি আরয করে এবং **আল্লাহ পাক** তা ভালভাবেই জানেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: যদি আমি এই বান্দাকে এই রোগে মৃত্যু দিয়ে দিই, তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো এবং যদি সুস্থ্যতা দান , তবে পূর্বের চেয়েও উত্তম মাংস ও রক্ত প্রদান করবো এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবো। **(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪২৯, হাদীস ১৭৯৮)**

(৬) ইরশাদ করেন: যখন বান্দা অসুস্থ বা মুসাফির হয়, তখন তার সেই আমলগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, যা সে সুস্থ্যতায় এবং ঘরে করতো।

(বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ, ২/৩০৮, হাদীস ২৯৯৬)

বর্ণনাকৃত শেষোক্ত হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অর্থাৎ যদি অসুস্থতা ও সফরের কারণে সে তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল পড়তে না পারে তবে সে এর সাওয়াব পেয়ে যাবে, শর্ত হলো যে, সুস্থ্য অবস্থায় সে এগুলোতে নিয়মিত ছিলো। হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অসুস্থতা বা সফরে ফরয ক্ষমা হয়ে যাবে, তা আদায় করতেই হবে আর যদি তা রয়ে যায় তবে এর কাযা করা ওয়াজিব হবে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪১৩)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! ✯ অসুস্থতা মাগফিরাতের উপলক্ষ্য, ✯ গুনাহ থেকে পবিত্র করার মাধ্যম, ✯ এর কারণে গুনাহ ঝরে যায়, ✯ অসুস্থতায় লিপ্ত মুসলমানকে **আল্লাহ পাক** নিজের প্রিয় বানিয়ে নেন, ✯ অসুস্থ অবস্থায় **আল্লাহ**র প্রশংসাকারী যদি এই রোগে ইন্তিকাল করে তবে জান্নাতের অধিকারী সাব্যস্ত হবে, ✯ যদি সুস্থ্য হয়ে যায় তকে পূর্বের চেয়েও উত্তম মাংস ও রক্ত পাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে এবং ✯ অসুস্থ অবস্থায় বান্দার ঐ আমলগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, যা সে সুস্থ এবং ঘরে থাকা অবস্থায় করতো। আফসোস! অনেক লোক অসুস্থতার ফযীলত ও বরকতের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে অসুস্থতাকে মন্দ বলে এবং অভিযোগ করতে থাকে, যেমন; এই জ্বরও খুবই অপয়া রোগ, এই মাথা ব্যাথাও এতই মন্দ রোগ যে, এ তো আমাকে শেষ করে দিয়েছে, এই ঠান্ডা সর্দি তো আমাকে শেষ করে দিয়েছে যে, এর কারণে আমার সমস্ত রুটিনই ডিষ্টার্ব হয়ে গেছে ইত্যাদি।

মনে রাখবেন! অসুস্থতাকে মন্দ বলা কখনোই বুদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য নয়, বিশেষকরে জ্বর এবং মাথাব্যাথাকে, এই জন্য যে, জ্বর এবং মাথাব্যাথা ঐ বরকতময় রোগ, যা নবীদের দরবারে হাজিরী দেয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। হাদীসে পাকেও জ্বরকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

জ্বরকে মন্দ বলো না

প্রিয় নবী, রাসূল আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সায়িব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট তাশরীফ আনলেন। ইরশাদ করলেন: "তোমার কি হলো যে, তুমি কাঁপছো?" উত্তরে আরয করলেন: জ্বর এসেছে, **আল্লাহ পাক** এতে বরকত না দিক। এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "জ্বরকে মন্দ বলো না, কারণ এটা বান্দার গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে যেভাবে চুল্লী লোহা থেকে মরীচাকে দূর করে।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৭৫)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অসুস্থতা এক বা দুই অঙ্গে হয়ে থাকে। কিন্তু জ্বর মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিরায় প্রভাব ফেলে। একারণে এটা (জ্বর) সম্পূর্ণ শরীরের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করিয়ে দিবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ২/৪১৩)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জ্বর হলো গুনাহের কাফফারা।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৭৫) তখন হযরত যায়িদ বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বদা জ্বরে আক্রান্ত থাকার দোয়া করলেন। অতএব ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বদা জ্বরে আক্রান্ত অবস্থাতেই ছিলেন। (কু'তুল কুলুব, ২/৩৯)

কয়েকজন আনসারী সাহাবী عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও এই দোয়া করেন, তখন তাঁদের মাঝেও (ইন্তিকাল পর্যন্ত) জ্বর অবস্থা বিরাজমান ছিলো। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/৮৫৮)

ফাযায়িলে দোয়া এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হালকা জ্বর, ফ্লু, মাথাব্যাথা এবং এরূপ অন্যান্য হালকা রোগ বালা মুসিবত নয় বরং নেয়ামত স্বরূপ। (এর জন্য দোয়া করা যেতে পারে)

মনে রাখবেন! অসুস্থতা যদিও নেয়ামতও হয়, কিন্তু আমরা দূর্বলদের নিজেরদের জন্য অসুস্থতার নয় বরং সুস্থ্যতার দোয়া করা উচিৎ। হাদীসে পাকে এই দোয়ার উৎসাহও বিদ্যমান রয়েছে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া প্রার্থনা করতেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ" অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে

নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুদ দোয়া, ৪/২৭৩, হাদীস ৩৮৫১) আমাদেরও মাঝে মাঝে নিরাপত্তার দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জ্বরের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নফল নামায আদায়কারী বুযুর্গ

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: মাথাব্যাথা এবং জ্বর ঐ বরকতময় রোগ, যা আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام হতো, একজন অলী**আল্লাহ** رَحِمَهُمُ الله এর মাথাব্যাথা হলো, তিনি এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সারারাত নফল নামায পড়ে অতিবাহিত করলেন যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে সেই রোগ দিয়েছেন, যা আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام হতো। اَللهُ اَكْبَرُ অবস্থা এমন যে, যদি ব্যাথার নামও শুনে তবে মনে হয় যে, দ্রুত নামায পড়ে নিই। অতঃপর বলেন: প্রতিটি রোগ বা কষ্ট শরীরের যে অংশে হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট অংশেরই বেশি কাফফারা আদায় হয়, কিন্তু জ্বর হলো সেই রোগ, যার পুরো শরীরে ছড়িয়ে যায়, যার কারণে **আল্লাহ পাকে**র আদেশে সমস্ত শিরায় শিরায় গিয়ে গুনাহ বের করে নেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার প্রায় জ্বর এবং মাথাব্যাথা থাকতো। (মলফুযাতে আলা হযরত, ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত অনেকের এরূপ অভ্যাস থাকে যে, যখন অসুস্থ হয়ে যায় এবং কেউ দেখতে আসে তখন অযথা তাদের সামনে অভিযোগের বন্যা বইয়ে দেয়। যেমন; **"আরে বোন! কি আর বলবো? অসুস্থতা তো পিছু ছাড়ছে না।" "চিকিৎসা করাতে করাতে বিরক্ত হয়ে গেছি কিন্তু কোন ভাবেই সুস্থ্য হচ্ছি না।" "এতই সতর্কতা অবলম্বন করি কিন্তু রোগ তো আরো বেড়ে যাচ্ছে।" "দামী হাসপাতালের ধাক্কাও খেয়েছি।" "দামী ঔষধও ব্যবহার করেছি, অনেকদিন থরে তাবীযও ব্যবহার করছি কিন্তু অসুস্থতা পিছু ছাড়ছে না।" "আরে বোন! অবস্থা জিজ্ঞাসা করছেন? অসুস্থতা তো যৌবনেই বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।" "পাকস্থলি খারাপই থাকে।" "দূর্বলতা বৃদ্ধিই পাচ্ছে।" "ডায়াবেটিক, ব্লাড প্রেসার এবং ইউরিত এসিড বৃদ্ধি হয়ে গেছে।" "হার্ট, ফুসফুস এবং লিভারও কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে।"**

"অসুস্থতার কারণে তো আমি জীবনের আসল খুশি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি।" ইত্যাদি।

মনে রাখবেন! অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্যধারন করার পরিবর্তে মানুষকে নিজের দুঃখের কাহিনী শুনানো, অসুস্থতার জন্য কান্না করা এবং অধৈর্য হওয়াতে রোগ ভাল হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে উল্টো এতে অসুস্থতার বরকত থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

ফিরিশতাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত রোগী

হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন **আল্লাহ পাক** দু'জন ফিরিশতাকে আদেশ দেন: দেখো! এই ব্যক্তি ইবাদতকারীদের কি বলে? যদি সে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং ভাল কথা বলে, তবে উভয় ফিরিশতা তাকে দোয়া করে এবং যদি অভিযোগ করে এবং রোগকে মন্দ বলে তবে উভয় ফিরিশতা বলে: তুমি এই অবস্থাতেই থাকো। **(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল আইন, ২/৪২৯, হাদীস ১৭৯৮। মওসুয়াতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল মরয ওয়াল কাফফারাতি, ৪/২৩৮, হাদীস ৪৭)**

অভিযোগ ইবাদতের স্বাদ নষ্ট করে দেয়

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত শাফীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে নিজের বিপদ সম্পর্কে কাউকে অভিযোগ করলো, তার কখনো ইবাদতের স্বাদ নসীব হবে না।

(মিনহাজুল কাসিদিন, কিতাবুস সবর ওয়াশ শুকর, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

জ্বরের অভিযোগ, ব্যাথার অভিযোগ?

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জনসাধারণের মুখে এটাও ব্যাপক প্রচলিত যে, জ্বরের অভিযোগ, ব্যাথার অভিযোগ, সর্দির অভিযোগ ইত্যাদি। এরূপ না করা উচিৎ, কেননা সকল রোগের প্রকাশ **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তো অভিযোগ কিসের!

(হায়াতে আলা হযরত, ৩/৯৪)

যদি আমরা **আল্লাহ** ওয়ালাদের জীবনি অধ্যয়ন করি তবে এই বিষয়টি দিনে ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাঁরা প্রচন্ড দুরাবস্থায়ও ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকতেন। এমনকি প্রচন্ড রোগেও তাঁদের মুখে কখনো অভিযোগের শব্দ শুনা যেতো না এবং

তাঁর নিজেরদের রোগ বালাইয়ের জন্য আফসোসও করতো না। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে দু'টি সংক্ষিপ্ত ঘটনা শুনি:

জ্বরের কথা মুখেও আনেননি

হাম্বলিদের ইমাম হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি কেমন আছেন? বললেন: ভাল আছি। বললো: শুনলাম কাল রাতে আপনার জ্বর ছিলো? বললেন: যখন তোমাকে বললাম যে, ভাল আছি তবে এতেই যথেষ্ট, যে কথাটি বলতে চাইনা তা জিজ্ঞাসা করোনা।

(মিনহাজুল কাসিদিন, কিতাবুস সবর ওয়াশ শুকর, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

অভিযোগ কিসের?

খলিফায়ে আলা হযরত, মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার আলা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) অসুস্থ্য ছিলেন, আমি দেখতে গেলাম, কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম: হুযুর! এখন অভিযোগের কি অবস্থা? বললেন: অভিযোগ কার প্রতি? **আল্লাহ পাকের** প্রতি অভিযোগ না পূর্বে ছিলো, না এখন, বান্দার খোদার প্রতি অভিযোগ কিসের! (সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন) আমি সারা জীবনের জন্য এরূপ কথার কথা বলা থেকে তাওবা করে নিলাম।

(ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ২/৩৮৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত অনেক ইসলামী বোন যখন লাগাতার অসুস্থতায় লিপ্ত থাকে বা একের পর এক রোগ লেগেই থাকে তখন তাদের মনে আশ্চার্য রকমের ভাবনা ও কুমন্ত্রণা ভর করতে থাকে, যেমন; **"আমিতো কখনো কারো খারাপ চাইনি" "কারো হক ক্ষুন্ন করিনি" "কাউকে কষ্ট দেইনি" "কারো মনে কষ্ট দেইনি" "কারো কোন কিছুই করলাম না কিন্তু তবুও জানিনা আমি কেন রোগে আক্রান্ত হই"** ইত্যাদি। এমন লোকদের জন্য আরয হলো যে, অন্যের খারাপ চাওয়া বা কিছু নষ্ট করাই যে অসুস্থতার কারণ নয়, অনেক সময় এই অসুস্থতা মানুষকে নেককার লোকেদের মর্যাদা উপনিত করার মাধ্যম হয়ে যায়।

অসুস্থতায় লিপ্ত করার হিকমত

হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: দু'জন আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, ৫০তম

বছরের শেষের দিকে তাদের মধ্যে একজন আবিদ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আহাজারি করে এমনভাবে ফরিয়াদ করতে লাগলেন: **হে আমার পাক পরওয়ারদিগার!** আমি এতো বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে তোমার হুকুম মেনেছি, তোমার ইবাদতে লিপ্ত ছিলাম, তবুও তুমি আমাকে রোগে আক্রান্ত করে দিলে, এর মধ্যে কি হিকমত রয়েছে? **হে আমার মাওলা!** আমি তো পরীক্ষায় পড়ে গেছি। **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাকে আদেশ দিলেন: তাকে বলে দাও, তুমি **আমারই** প্রদত্ত দয়া ও সাহায্যের মাধ্যমে ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছো, বাকী রইলো অসুস্থতা। আমি তোমাকে আবরারের (বুযুর্গদের উচ্চ স্থান) মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য অসুস্থ করেছি। তোমার পূর্ববর্তী লোকেরা অসুস্থতা ও মুসীবতের প্রত্যাশি ছিলো আর আমি তা না চাইতেই তোমাকে দিলাম (অথচ তুমি আহাজারী করছো)। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ২/১৯৬)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! ✯ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত গুজার বান্দারাও পরীক্ষায় লিপ্ত হতো, ✯ অসুস্থতার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়, ✯ **আল্লাহ পাক** রোগ বালাই দ্বারা বান্দাকে উত্তম ও নেক লোকদের মর্যাদায় উপণিত করার ইচ্ছা করেন, ✯ না চাইতেই অসুস্থতার মতো নেয়ামত ও রহমত বান্দাকে দান করে দেন, সুতরাং যখনই অসুস্থতার সময় কুমন্ত্রণা আসে, তখন নিজের এরূপ মানসিকতা বানান যে, অসুস্থতায় অসংখ্য হিকমত রয়েছে, কিন্তু আমি সেই সম্পর্কে জানিনা, যদি আমি অসুস্থতায় লিপ্ত না হতাম তবে সম্ভবত **আল্লাহ পাকের** স্মরণ, দ্বীনি কাজ ও আহকাম, কবর ও আখিরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে যেতাম, আমার কারণে দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যেতো, আমি কোন ফিতনার শিকার হয়ে যেতাম, কোন ভয়ঙ্কর গুনাহে (যেমন; গর্ব ও অহঙ্কার) লিপ্ত হয়ে যেতাম, তবে নিঃসন্দেহে ধ্বংস আমার ভাগ্যে পরিনত হতো।

শরীর অসুস্থ না হলে তবে

হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ বলেন: যদি শরীর অসুস্থ্য না হয় তবে তা নিস্তেজ হয়ে যেতো এবং নিস্তেজ শরীরে কোন কল্যাণ থাকে না। **(আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৩/১৯৪)**

ফেরাউনের খোদা দাবী করার কারণ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ফেরাউনের খোদা দাবী করার কারণ ছিলো যে, সে দীর্ঘদিন যাবৎ সুসাস্থ্যের অধিকারী ছিলো, ৪০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো কিন্তু তার না মাথাব্যাথ্যা হলো না কখনো জ্বর হলো আর না কখনো শিরায় ব্যাথ্যা হলো, তার উপর **আল্লাহ পাকের** লানত হোক, যদি কোন দিন অর্ধমাথাও ব্যাথ্যা হয়ে যেতো তবে খোদা দাবী করা তো দূরের বিষয়, অহেতুক কাজ থেকেও বিরত হয়ে যেতো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৮৬১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাথাবার্তার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১০১ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে কথাবার্তার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

✯ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ✯ ইসলামী বোনেরা মন খুশি করার নিয়্যতে তাদের সাথে নম্র ভাব রাখুন। ✯ চিৎকার করে কথাবার্তা বলার প্রতি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। ✯ চাই একদিনের শিশুও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন। আপনার চরিত্রও اِنْ شَآءَ الله উত্তম হবে এবং শিশুরাও ভদ্রতা শিখবে। ✯ কথাবার্তা বলার সময় লজ্জাস্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুল দিয়ে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্য ইসলামী বোনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, ভাল অভ্যাস নয়। ✯ যতক্ষণ কোন ইসলামী বোন কথা বলবে, মনোযোগ সহকারে শুনুন, কথা কেটে কথা শুরু করা থেকে বিরত থাকুন, তাছাড়া কথাবার্তা বলার সময় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশী কথা বলাতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ✯ কোন ইসলামী বোনের সাথে যখন কথাবার্তা বলবে তখন এর কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই এবং সর্বদা তার যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ✯ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে

শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের সুন্নাত শিখতে মাকাতাবাতুল মদীনার দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম অংশ এবং **"সুন্নাত ও আদব"** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং **"১৬৩ মাদানী ফুল"** সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন।